মাইন্ড হ্যাকার

লেখক: নিশান আহম্মেদ নিয়ন

www.purepdfbook.com

সুচিপত্র

মাইন্ড হ্যাকার বইটির পাঠ সমূহ:

অধ্যায়-০১	মাইন্ড হ্যাকিং
অধ্যায়-০২	ব্রেইন ট্রেনিং
অধ্যায়-০৩	কাছে আসুন
অধ্যায়-০৪	ছেলেদের মন জয়!!!
অধ্যায়-০৫	মেয়েদের মন জয়!!!
অধ্যায়-০৬	প্যারেন্টস মাইন্ড হ্যাকিং
অধ্যায়-০৭	স্মার্ট পার্সোনালিটি
অধ্যায়-০৮	পাত্তা!!
অধ্যায়-০৯	টেস্ট হ্যাক
অধ্যায়-১০	পেইন হ্যাক
অধ্যায়-১১	ফেস হ্যাক
অধ্যায়-১২	ফুড হ্যাক

www.purepdfbook.com

অধ্যায়-১৩ হ্যাপি হ্যাপি হ্যাপিনেস

অধ্যায়-১৪ সিক্রেট সোস্যাল ভাইরাস

অধ্যায়-১৫ পুলিশ মাইন্ড হ্যাকিং

অধ্যায়-১৬ মিথ্যা যখন সত্য

অধ্যায়-১৭ লোকেশন ট্রেস

অধ্যায়-১৮ ফেসবুক পাসওয়ার্ড হ্যাকিং

অধ্যায়-১৯ এন্টি ব্ল্যাকমেইল

অধ্যায়-২০ হিট অফ হেইট

অধ্যায়-২১ সাইলেন্ট কিলিং

অধ্যায়-২২ এনড্রোয়েড ডেস্ট্রয়ার

www.purepdfbook.com

এবং উপসংহার

মাইন্ড হ্যাকিং

সোজা ভাষায় "মাইন্ড" মানে "মন" আর "হ্যাকিং" মানে "চুরি" সুতরাং কারো অজান্তেই তার মন চুরি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি'ই হলো "মাইন্ড হ্যাকিং"।

"চুরি করা যে খারাপ কাজ" এটা তো জানেন নিশ্চয়ই তা হউক "মন চুরি" কিংবা "মোহর চুরি", তাই দয়া করে কেউ "মাইন্ড হ্যাকিং" এর টেকনিকগুলি খারাপ কাজে ব্যবহার করবেন না; শুধুমাত্র নিজের বিশেষ প্রয়োজনে ইথিক্যাল উদ্দেশ্যে যখন আপনার সামনে আর কোন পথ খোলা থাকবে না তখনই এই টেকনিকগুলি ব্যবহার করবেন [উপদেশ নয় বরং কড়জোড় অনুরোধ রইলো]।

"মন" জিনিসটা আদতে শরীরের কোথায় অবস্থান করে এটা এখনো অজানা, তবে ধারণা করা যায় যে মানুষের ব্রেইন বা মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্যকলাপ'ই আসলে মানসিক উদ্দীপনা যেমন মন প্রফুল্ল থাকা কিংবা মন খারাপ হওয়া, অভিমান করা কিংবা অনুরক্ত-ভালোবাসা ইত্যাদির কারন; সুতরাং মাইন্ড হ্যাকিং কথাটাকে আসলে পক্ষান্তরে ব্রেইন হ্যাকিংও বলা চলে।

উল্লেখ্য যেহেতু আপনি আপনার ব্রেইন দিয়ে অন্যের ব্রেইনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন তাই আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই একটু হলেও তো অন্ততপক্ষে ব্রিলিয়্যান্ট হতেই হবে কেননা আপনার ব্রেইন'ই আপনার একমাত্র সুপ্রিম হ্যাকিং গ্যাজেট!!!

www.purepdfbook.com

ব্রেইন ট্রেনিং

সাইবার জগতে হ্যাকার হতে হলে যেমন আপনাকে বিভিন্ন প্রোগামিং শিখতে হয়- হ্যাকিং টিউটোরিয়াল ফলোআপ করে সেগুলি প্র্যাকটিস করতে হয়, তেমনি মাইন্ড হ্যাকিং এর শুরুতেও আপনাকে আপনার ব্রেইনকে ট্রেইন দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ কিছু নমুনা ফলো করুন:

(১) আপনি যদি সারাদিন শুধু বকবক করেন কিংবা বাচাল স্বভাবের হন তাহলে স্বভাবতই কেউ আপনার গুরুত্বপূর্ণ কোন কথাতেও পাত্তা দিবে না।

সুতরাং সবার নিকট আপনার কথার গ্রহণযোগ্যতা পেতে সর্বপ্রথম এমন বাচালতা পরিহার করতে হবে; তাইবলে একদমই নিশ্চুপ মন-মরা হয়ে যেতে হবে এমনটা বলছিনা।

(২) কথা বলার সময় শান্ত ও ধীরস্থির থাকুন; দৃঢ়ভাবে কথা বলুন; তাহলে আপনি যার সাথে কথা বলছেন তিনিও আপনার কথা শুনতে ফোকাস হবেন।

(৩) মেয়েরা সাধারণত ছেলেদের সাইকোলজি খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারে তাই ভালোবাসা প্রপোজালে শুধু সবার চক্ষু হতে লুকিয়ে একটু মুচকি হাসি দিলেই আপনার প্রপোজের মেসেজটি সে এমনিতেই পেয়ে যাবে; অবশ্য মেয়েদের চাপা স্বভাবের কারনে প্রায়শ তা অপ্রকাশিত থাকে আরকি!

(৪) কথা বলার সময় অপর পক্ষের কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনুন, যদিওবা তা শুনতে আপনার ভালো না লাগে...তাহলে উক্ত ব্যক্তিও আপনার কথাতে এটেশন দিবেন।

www.purepdfbook.com

মনে রাখবেন জগতের সবকিছু স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাই "আপনি কাউকে কিছু দিলে তবেই তার নিকট হতে কিছু ফিডব্যাক আশা করতে পারেন"।

(৬) শত্রুর সাথে সবসময় মধুর মতো ব্যবহার করুন তাহলে তার দূর্বলতা আপনা আপনি সে নিজের অজান্তেই আপনাকে জানিয়ে দিবে; সাইবার জগতে যেটাকে বলে ভার্নাবিলিটি-সাইকোলজিতে সেটাই হলো "ভুল-ভ্রান্তি"।

আর আপনাকে এই "ভুল" টাই "ভালোবাসার" নামে "ফুল" হিসেবে শত্রুকে ফুলের কাটার আঘাত দিতে হবে; যাতে ফুলের নেশায় সে যে কতো বড় Fool হয়েছে সেটা উপলব্ধি করার আগেই আপনি কার্যসিদ্ধি করতে পারেন।

(৫) উপরের ৪ নং পয়েন্টের পর আমি সরাসরি ৬ নং পয়েন্টে চলে গিয়েছি; এটা হয়তো আপনি মিস করেছেন (যদি সেটা ফলোআপ করেন তবে আপনি নিশ্চিত সুপার এটেনটিভ)। আপনাকে সবসময় চারিপাশের অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

আপনার ব্রেইনের ইনপুট (চোখ, কান আর সিক্স সেন্স) সবসময় এটেনটিভ রাখুন।

www.purepdfbook.com

কাছে আসুন

অন্যের ব্রেইন বা মাইন্ড হ্যাক করতে সবার আগে আপনাকে ভিক্টিমের (যার মাইন্ড হ্যাক করতে চান) কাছে আসতে হবে; কাছে আসতে হবে মানে তার গায়ের সাথে গা ঘেষে বসে থাকতে হবে এমনটা নয়...আপনাকে উক্ত ব্যক্তির মনের মাঝে তথা ব্রেইনের মাঝে একটা স্থান করে নিতে হবে।

অন্যের মনের ভেতর জায়গা পেতে সবার আগে আপনাকে তার সম্পর্কে জানতে হবে (তার সম্পর্কে সকল তথ্য বা ডাটা সংগ্রহ করে একত্রিত করুন) এবং আপনার মনের মাঝেই তার একটি কাল্পনিক অবয়ব তৈরী করুন।

আপনার কোন ব্যবহারে সে খুশী হবে/কোন কথায় তার মনে আঘাত লাগবে/ কোন বিষয়ে সে ইমোশনাল হবে/কোন কথাতে সে হাসতে বাধ্য হবে/কোন ব্যবহারে সে রেগে যাবে এমন একটা ছক কষে সামনের দিকে এগিয়ে যান.....

(১) অপরিচিত কারো মনে জায়গা পেতে আপনি তার দূর্বলতম জায়গাটা খুজে বের করুন এবং তাকে সেই বিষয়ে সাপোর্ট দিন (তা ইউক মোরাল সাপোর্ট/ফিজিক্যাল সাপোর্ট/ফাইনানসিয়্যাল সাপোর্ট/সোস্যাল সাপোর্ট ইত্যাদি)।

(২) তাকে সাইকোলজিক্যালি কেয়ার করুন এবং গুরুত্ব দিন।

(৩) শত ব্যস্ততার মাঝেও আপনি যে তাকে সময় দিচ্ছেন এবং হাসিমুখে সেটা মেনেও নিচ্ছেন; এমনটা তাকে ভাব-ভঙ্গিতে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করুন।

(৪) তার পছন্দের জিনিসগুলা তার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করুন; এমনকি আপনার মন না চাইলেও তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে "অনিচ্ছাসত্বে কেবলমাত্র তার জন্যই

www.purepdfbook.com

আপনি এত্তোসব করছেন" এতে করে আপনি যে দিওয়ানা হয়েছেন সেটার অপজিট রিএ্যাকশনে তিনিও কার্যত আপনার দিওয়ানা বা ফ্যান তথা ভালোবাসায় অনুরক্ত হবেন।

(৫) কখনো তার কথাতে বিরক্তি প্রকাশ করবেন না; সদা হাস্যজ্জ্বল হয়ে কথা বলার চেস্টা করবেন।

(৬) বিপরীত জেন্ডারের কেউ হলে তাকে মাঝে মাঝে গিফট দিন; অল্প সমান্য টাকার গিফটও মনের মাঝে আসন করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট মূল্যবান বটে!

মনে রাখুন, আমি কিন্তু মাইন্ড হ্যাকিং এর কথা বলছি তাই অন্যের মনের দূর্গে ঢুকতে গিয়ে নিজেই আবার আবেগের ফাঁদে আটকা পড়বেন না; এইটুকু মনের দৃঢ়তা তো থাকা চাই-ই-চাই!

www.purepdfbook.com

ছেলেদের মন জয়!!!

সত্যি বলতে স্বভাবতই একটা ছেলের মনে জায়গা করে নেওয়া একটা মেয়ের জন্য আহামরি কষ্টকর কিংবা অসম্ভব কিছুই নয়। হয়তো অনেক রমণী ভেবে থাকেন যে ছেলেদের মনে ঠাই পেতে হলে তাকে খুব সুন্দরী রূপসী হতে হবে যা আদতে পুরোপুরি সত্য নয়!

হয়তো আপনার গায়ের ফর্সা রং এবং সৌন্দর্য একটি ছেলেকে আকর্ষণ করাতে পারে সত্য তবে ছেলেটির মনের মণিকোঠায় ঠাই পেতে সৌন্দর্য্যই একমাত্র মুখ্য বিষয় নয়।

কিছু বিষয় ফলোআপ করুন:

(১) প্রায় সব ছেলেই মনে মনে কামনা করে এমন একটি মেয়েকে লাইফ পার্টনার করতে যে শান্তশিষ্ট এবং স্বলজ্জ-বিনয়ী ও নরম স্বভাবের মেয়ে হবে।

(২) যদিও আজকাল শাড়ী পড়ার কালচার'টি কদাচিৎ দেখা যায় তথাপি আপনি যদি শাড়ী পড়ে মুচকি হেসে কোন ছেলের কাছে জানতে চান যে "আপনাকে দেখতে কেমন লাগছে" ? তাহলে নিশ্চিত এর উত্তরটি'তে ছেলেটির হৃদয়ে সারাদিনই উত্তর-দক্ষিন করে তার মনে বৈকালী দখিনা দোলা দিবে।

(৩) একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে কোন মেয়ের ইষৎ মিষ্টি মুচকি হাসিই ছেলেটিকে সাইকোলজিক্যালি কাবু করার জন্য এনাফ!

(৪) একটি মেয়ে যদি একটি ছেলেকে নিয়মিত কেয়ার করে তাহলে নিশ্চিত অতি-অল্প সময়েই ঐ ছেলেটিও ঐ মেয়েটির প্রতি দূর্বল হয়ে যাবে এবং মনের মাঝে ইমোশনের একটা স্থান তৈরী করে নিতে সক্ষম হবে।

www.purepdfbook.com

ছেলেরা সাধারণত প্রকৃতিগত ভাবেই একটু শক্ত আর কঠিন হৃদয়ের হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে একই কারণে তারা অনেক বেশী ইমোশন-সিকার হয়ে থাকে; তাই ছেলেদের মন জয় করতে একমাত্র আবেগ'কে কাজে লাগিয়েই সফল হওয়া সম্ভব।

মেয়েদের মন জয়!!!

ছেলেদের বিপরীতে মেয়েদের মন সহজাত নরম হয়ে থাকে, তবে ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা আবেগের চেয়ে যুক্তিটাকেই বেশী প্রাধান্য দেয়; উপরন্তু এক্ষেত্রে বয়স এবং ম্যাচিউরিটিও একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট।

অল্প বয়সী মেয়েরা সাধারণত একটু বেশীই আবেগতাড়িত হয়ে ডিসিশন নিয়ে থাকে।

(১) বস্তুত মেয়েদের মন বুঝে উঠা আদতে অসম্ভবপ্রায় একটি দুঃসাধ্য কাজ কেননা তাদের মন পারিপার্শ্বিক অবস্থার স্বাপেক্ষে নিয়ত পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে। তবে মেয়েরা সবমসময় সঠিক ডিসিশন'টাই নিতে চায়।

(২) মেয়েরা তাদের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে তাই আপনি যদি কোন মেয়েকে প্রশংসা করেন তবে সে অজান্তেই আপনার প্রতি প্লেজার হয়ে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। আপনি তাদের সাজগোজ কিংবা কথা বলা নিয়ে প্রশংসা করতে পারেন; একইসাথে আপনার কথাগুলি যেন মেয়েটির জন্য হার্ট টাচিং হয় সেটিও খেয়াল রাখবেন কেননা প্রায়শ ছেলেরা মেয়েদের সাথে কথা বলার সময় হয় নার্ভাস নয়তো অসংযত হয়ে পড়ে।

আপনি কোন এ্যাংগেলে কোন মাইন্ড নিয়ে কথা বলছেন এটা মেয়েরা সহজাতভাবেই বুঝতে পারে।

(৩) মেয়েরা ব্রিলিয়্যান্ট ছেলেদের বেশী পছন্দ করে তাই মেয়েদের সাথে কথা বলার সময় নিজের বুদ্ধিদীপ্ততা ফুটিয়ে তুলুন।

(৪) মেয়েরা টাকাওয়ালা ছেলে পছন্দ করে যদিও ছেলেটি টাকলু হয়; এমন কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন?

www.purepdfbook.com

আসলে মেয়েরা একটা সেইফ-সিকিউরড লাইফ চায় তাই আপনার স্ট্যাটাস যদি স্ট্যাবল হয় তবে সেটিই একটি মেয়েকে কনভিসন্স করতে এনাফ!

(৫) মেয়েরা কেয়ারিং- শেয়ারিং পছন্দ করে তাই মেয়েটির সমস্ত আবেগ-চিন্তা-চেতানা বা মনের কথাগুলি আপনার নিজের সাথে শেয়ার করিয়ে নিন এবং সিমপ্যাথি দেখান।

প্রয়োজনে তাকে মনোবল যোগান যাতে মেয়েটি আপনার ওপর নির্ভর হতে সাহস পায়।

(৬) মেয়েরা অভিমানপ্রিয় প্রাণী; তারা চায় অন্যকেউ যেন ভালোবেসে তাদের অভিমান ভাঙ্গায়....তাই অহেতুক রাগ পরিহার করে ফিলিংস বুঝে অভিমান ভাঙ্গিয়ে তাদের ঠোটে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই অনেকাংশ মন জয় করতে সফল হবেন।

(৭) স্বভাবতই মেয়েরা সারপ্রাইজ পেলে খুব খুশী হয় তাই তাদের মাঝে মাঝে গিফট করতে পারেন;গিফট'টা যে আহামরি দামী হতে হবে এমনটাও নয়, এখানে গিফট করাটাই মুখ্য!

মেয়েদের মনের জটিল সমীকরণ অদ্যাবধি কেহ সমাধান করতে পারেনি; তাই কোন মেয়ের মন জয় করতে আপনাকে সবার আগে মেয়েটির চিন্তা-চেতনাকে নিয়ে গভীর এনালাইসিস করতে হবে(পজেটিভলি); হুট করে i love you বললেই তো আর ভালোবাসা হয়ে যায় না!!

www.purepdfbook.com

প্যারেন্টস মাইন্ড হ্যাকিং

বস্তুত জগতের সকল মা- বাবায় তার সন্তানের নিকট দুইটি জিনিস কামনা করে:

(১) শান্ত-শিষ্ট-নম্র-ভদ্রতা ও সম্মান

(২) তার সন্তানটি যেন তাদের মুখ উজ্জল করে।

আপনি যতোই বাউন্ডুলে আর লাফাঙ্গা হউন না কেন আপনার পিতা-মাতার সামনে অন্তত শান্ত ও ভদ্র থাকুন, পিতা মাতার সাথে অসৌজন্য বা অসদাচরণ হতে বিরত থাকুন; তাহলে আপনার ইতিপূর্বে যতোই বদনাম থাকুক না কেন আপনি শেষান্তে নিশ্চিত তাদের সিমপ্যাথি এবং ভালোবাসা পাবেন।

যদি আপনার বাবা আপনার ওপর কোন কারণে রেগে যায় তাহলে আপনি শান্ত থাকুন; মনে রাখবেন বাবার রাগের সাথে টক্কর দিতে নেই....বাবা যতোই রাগ করুক না কেন শেষপর্যন্ত তিনি সন্তানের জন্য ঠিকই স্নেহশীল হতে বাধ্য হবেন। বিপরীতে আপনিও যদি উত্তেজিত হয়ে যান তাহলে নিশ্চিত পিতার মনের লুকায়িত কোমল আবেগের স্থান হতে নিজেই নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলবেন।

আপনার বাবা যদি অতি রাশভারী টাইপের মানুষ হন তাহলে আপনার আবদারগুলি মায়ের মাধ্যমে বাবার সামনে উপস্থাপন করুন (সম্ভব হলে আপনার যাবতীয় আবদার সপ্তাহের বৃহঃস্পতিবার রাতে মায়ের মাধ্যমে বাবার কানে পৌঁছান...কেন বৃহঃস্পতিবার রাতের কথা বললাম সেটার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি)। মনে রাখবেন জগতের সকল বাবায় তার স্ত্রী অর্থাৎ সন্তানের মায়ের কাছে একপ্রকার বাধ্যগত বটে; তাই মায়ের মন জয় করতে পারলেই পক্ষন্তরে বাবার চোখের মণি হতে আর কতোক্ষন??

পিতা-মাতার মাইন্ড হ্যাক করতে আপনাকে সবার আগে এটা বুঝে নিতে হবে যে "কে আপনাকে অপেক্ষাকৃত বেশী আদর করে/বেশী প্রশয় দিয়ে থাকেন?" স্বভাবতই মায়ের কাছে ছেলেরা এবং বাবার কাছে মেয়েরা বেশী আদরের হয়ে থাকে (ব্যতিক্রম ব্যাতীত)।

আপনি একজন ছেলে হয়ে থাকলে মায়ের কাছে একটু আদরে গদগদ হয়ে আবদার করলেই দেখবেন আপনার মা আপনার কথাতেই রাজী হয়ে যাবেন; অপরদিকে আপনি মেয়ে হলে বাবার সামনে যদি অভিমান করে গাল ফুলিয়ে বসে থাকেন কিংবা কান্নাকাটি করে চোখ ফোলান তাহলে আপনার বাবাও নিশ্চিত আপনার ইচ্ছাটিকেই বেশী প্রায়োরিটি দিবে (অনিচ্ছাস্বত্বেও)।

প্রত্যেক বাবা- মা চায় তাদের সন্তান যেন তাদের মুখ উজ্জল করে; কিন্তু আমরা সবাই তো আর পড়াশোনাতে ব্রিলিয়্যান্ট কিংবা ক্রিয়েটিভিটিতে ফার্স্ট নই....তাহলে কি করবেন??

হুমম, একটু ট্রিকস করলেই বিষয়টা আপনার আয়ত্তে চলে আসবে;

(১) আপনার পড়াশোনা করতে ভালো লাগুক কিংবা না লাগুক; আপনার পিতা -মাতার সামনে অন্তত মনোযোগী হতে বই পড়ার চেষ্টা করুন।

(২) বাবা/মা আপনার পড়ার টেবিলের সামনে থাকলে লেখার চাইতে মুখে সহীহ উচ্চারণে পড়ার চেষ্টা করুন; মনে মনে গুনগুন করে পড়া কিংবা ভুল শব্দ পড়লে আপনার পিতা-মাতার কানে কিন্তু ঐ ভুল শব্দটাতেই আটকে যাবে।

(৩) আপনার পিতা- মাতার সাথে সবকিছু শেয়ার করার চেষ্টা করুন; তাহলে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন এবং সন্দেহের উর্দ্ধে থাকবেন।

(৪) আপনার বন্ধু/বান্ধবীর দ্বারা আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার পিতা-মাতার সামনে আপনার নিজের প্রশংসা করার করার বিষয়টি আপনার বন্ধু/বান্ধবীকে শিখিয়ে দিন; এমনভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করার কথা বলুন যেন সেটা সহজাত-স্বাভাবিক বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয় (তবে ওভার-এক্টিং কিংবা বিষয়টা ফাঁস হলে নিশ্চিত আপনার কপালে খারাপি আছে, সুতরাং সতর্কতা আবশ্যক)।

www.purepdfbook.com

সবিশেষ সবচেয়ে মূল্যবান লাইফ হ্যাকিং টিপসটি হলো "পিতা মাতার মনে কষ্ট দিবেন না, তাদের অখুশি করে লাইফে কখনোই নিজে সুখী (স্যাটিসফাইড) হতে পারেবেন না"।

স্মার্ট পার্সোনালিটি

আমরা সবাই স্মার্ট হতে চায় তাইতো সকালের শুরুটা স্মার্টফোনে সোস্যাল নেটওয়ার্কের নোটিফিকেশন চেকিং দিয়ে শুরু হয় আর রাতে শেষটা হয় স্মার্টফোনে এলার্ম দিয়ে!

মনে রাখুন "আসল স্মার্টনেস কখনোই ট্রেন্ডের সাথে টপিক মিলিয়ে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয় বরং নিজে আপডেট থাকা এবং নিজেকে আপগ্রেড করা"।

স্মার্ট পার্সোনালিটির কিছু বিষয়ে ফলোআপ করুন:

(১) যদিওবা আমরা সবাই পোষাক-আষাকে অলরেডি স্মার্ট হতে শিখে গিয়েছি, তবে মনে রাখা উচিত যে আকারে ছোট আর ছেড়া-ফাটা হওয়া মানেই স্মার্ট ড্রেসআপ নয়। স্মার্ট ড্রেসআপ হলো সময়ের সাথে সাথে সৌজন্যতার মিল রেখে আধুনিক পেষাক-পরিচ্ছেদে নিজেকে উপস্থাপন করা।

(২) সদা সর্বদা হাস্যজ্জ্বল থাকায় আসল স্মার্টনেস; মন খারাপ হতেই পারে তাইবলে সেই মন খারাপটা সকলের সামনে বিশ্রীভাবে শোঅফ করা কখনোই স্মার্ট পার্সোনালিটি হতে পারে না।

নিজের দুঃখ-কষ্ট-রাগ এবং অসামাজিক-অসৌজন্য মনোভাবগুলি সকলের নিকট আড়াল করে রাখার চেস্টা করুন।

(৩) যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেয়ে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করায় অধিক শ্রেয়তর!

www.purepdfbook.com

আপনি হয়তো এই যুগের আধুনিক ছেলে কিন্তু আপনার বাবা-মা তো আর এই যুগের ধাতে গড়া মানুষ নয় তাই বাবা-মায়ের মেন্টালিটি বুঝে তাদের সাথে আচরণ করুন।

একইসাথে নেক্সট জেনারেশনের জুনিয়রদের সাথেও তেমনি যুগোপযোগী আচরণ করুন।

স্মার্ট পার্সোনালিটির জন্য আপনাকে ট্রান্সপারেন্ট হওয়া উচিত!

(৪) সব সময় তথ্য ও টেকনোলোজিতে আপডেটেড থাকুন; আপনার হাতের ইন্টারনেট যেন টাইমপাসের মাধ্যম না হয়ে টাইম ইউটিলাইজেশনের উপায় হয়।

(৫) বাচালতা যেমন পরিহার করুন তেমনি মাত্রাতিরিক্ত গাম্ভীর্যতা পরিহার করুন।

(৬) মেয়েদের ফ্লাডিং- ইভ টিজিং পরিহার করবেন।

(৭) কথায় কথায় অতিরিক্ত রিএ্যাক্ট করা পরিহার করুন।

(৮) অতিরিক্ত ক্রোধ বা রাগ এড়িয়ে চলুন। মনে রাখবেন তীব্রতর ধাউ ধাউ করে আগুন জ্বলার চেয়ে ছাইচাপা আগুনই শ্রেয়; তাই অহেতুক রগচটা হওয়ার চেয়ে মনের মাঝে জিদ নিয়ে জীবনে সামনের দিকে এগিয়ে চলায় সফলতার চাবি।

(৯) ড্রাগ নেওয়া কখনোই স্মার্টনেস নয়, তাই স্মোমিং কিংবা ড্রিংক করা পরিহার করুন (তা হউক কোন বিশেষ দিনে একটু আধটু পার্টি আয়োজন)।

(১০) কারো সাথে দেখা হলে আগে উপযাচিত হয়ে সালাম দেওয়া কিংবা সৌহার্দ বিনিময় করায় ইনোসেন্ট পার্সোনালিটি; তাই ইগো নিয়ে আত্ম-অহংকারী হওয়ার চেয়ে সবার মাঝে মিশে যাওয়ায় আসল স্মার্টনেস।

মনে রাখবেন দামী দামী পোষাক আর নিউ স্টাইল কখনো স্মার্ট পার্সোনালিটি নয়; স্মার্ট পার্সোনালিটির প্রয়োজন একটি স্মার্ট ব্রেইন।

www.purepdfbook.com

পাত্তা!!!

এই পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম নীরব ঘাতক হলো "পাত্তা না পাওয়া"; মনে করুন একটা ছেলে একটা মেয়ের পিছে সারা সপ্তাহ মাস ধরে ঘুরছে অথচ মেয়েটি ছেলেটিকে পাত্তায় দিচ্ছে না...এরচেয়ে বিরক্তিকর-বিব্রতজনক কষ্ট বুঝি আর কিছুতেই নেই।আবার অন্যদিকে পাত্তা না দেওয়াও কিন্তু এক প্রকার বিশ্রী নির্লিপ্ত আনন্দদায়ক আর্ট!

শুধু ছেলে-মেয়ে নয় বরং ফ্রেন্ড সার্কেলেও এমন একজন পার্সন থাকে যাকে ঘিরে সবাই মেতে থাকে; বিপরীতে কোণে বসে থাকা বন্ধুটিকে কেউ গুরুত্বও দেইনা। তার কথাতে না তো আড্ডা জমে আর না তো তার উপস্থিতিতে কোন স্পেশালিটি জাগে!!

শুধু প্রেম-ভালোবাসা বা বন্ধুত্ব নয় বরং পরিবারের সন্তান বা রিলেটিভদের মাঝেও পাত্তা না পাওয়া মানুষটি সবচেয়ে কপালপোড়া হয়ে থাকে....নিজের হীনমন্যতায় জগত'টা যেন তাকে নিয়ত অত্ম-সম্মানহীনতা আর অপমানবোধে গ্রাস করতে চায়!!!

এমন সমস্যার জন্য দায়ী হলো আমাদের পার্সোনালিটি আর মেন্টালিটি; আমাদের যাবতীয় মানসিক সমস্যা (কথাটা হলো মনের অসুখ; মানসিক সমস্যা মানেই যে পাগল এমনটা যিনি ভাবেন তিনি সত্যিই একটা মস্ত পাগল। শরীর থাকলে যেমন শারীরিক অসুস্থতা হতেই পারে তেমনি মন থাকলেও মানসিক অসুস্থ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু তো নয়) আমরা মাথা খাটিয়ে তথা ব্রেইন খাটিয়ে সলভ করতে পারি অনায়েসেই!!!

(১) "আপনি অকর্মা- আপনার মাথাতে কিচ্ছু নাই" এই টাইপের চিন্তা চেতনা বাদ দিন; পৃথিবীর সবার মাঝেই সৃষ্টিকর্তা কিছু না কিছু ইউনিক স্পেশালিটি দিয়েছেন...সেটা এক্সপ্লোর করার দায়িত্ব আপনারই।

www.purepdfbook.com

কেউ আপনাকে কেয়ার কারে না; কারন আপনি এখনো আপনার ভেতরের সেই স্পেশালিটি'টি আবিষ্কার করতে পারেননি!!!

(২) আপনি হয়তো স্পেশাল কাউকে ফলো করছেন অথচ সে আপনাকে পাত্তাই দিচ্ছে না....ইটস ওকে! আপনি তখনও তাকে ফলো করতে থাকুন, তবে সেই মানুষটি যেন বুঝতে না পারে; কেননা সস্তা ব্যক্তিত্ব কেউ সহজে কিনতে চাই না!!!

(৩) "মুখ গোমড়া করে থাকা" পাত্তা না পাওয়ার একটি প্রধান কারণ; আপনি যদি প্রাণ খুলে হাসতে পারেন তবে সেটি বাকি সবাইকে নিশ্চিত আপনার দিকে আকৃষ্ট করবে। "সুন্দর হাসি" জগতের শ্রেষ্ঠ একটি যোগ্যতা আর ঈশ্বরের দেওয়া শ্রেষ্ঠ নেয়ামত!!!

(৪) শুধু নিজে হাসতে জানা নয় বরং অন্যকে হাসাতে পারাও একটি বড় গুণ; আপনার কথা আর বিহ্যাভ যেন অন্যকে আঘাত না করে বরং অন্যকে প্রফুল্ল রাখে; এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন।

অন্যকে হাসানোর চেষ্টা করবেন তবে নিজে যে হাস্যকর না হউন এটাও খেয়াল রাখা জরুরী।

(৫) "সঠিকভাবে কথা বলতে জানা" এই গুণটি সফলতার চূড়ান্ত পন্থা; খুব বেশী বকবক করবেন না সত্য তাইবলে মুখ বুজেও থাকবেন না। নিজের মনের কথাগুলি গুছিয়ে অন্যের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন। টেনে টেনে কথা বলা কিংবা আমতা আমতা করার অভ্যাস পরিহার করুন; প্রয়োজনে আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে ট্রেইন করুন।

(৬) সবসময় পজেটিভ থাকবেন; অন্যের সমালোচনা করার পরিবর্তে পজেটিভ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন। তবে উভমুখী হবেন না; আপনার দৃঢ়তায় আপনাকে স্ট্যাবলিশ এবং অন্যের সামনে আপনার পারফেক্ট পার্সোনালিটির পরিচায়ক।

www.purepdfbook.com

(৭) কখনোই নিজেকে হীন ভাববেন না; আপনার যা আছে সেটা নিয়েই নিজে স্যাটিসাইড থাকুন। মনে রাখবেন একটা ময়লা শার্ট ইন করে পড়লেও লোকে ময়লা'টা উপেক্ষা করে আপনার ইন এর ওপরই ফোকাস হবে সুতরাং আপনার যা আছে সেটাই ওয়েল ডিস্ট্রিবিউট করুন।

(৮) কথা বলার শুরুতে একটু হাসি আর কথার শেষে মৃদু হ্যান্ডশেক; এই দুইটা বিষয় প্র্যাকটিস করুন কেননা সাইকোলজিকালি একজন মানুষ তখনই কারো ওপর কনভেন্স হয় যখন অন্যের নিকট কনসিডার পায়।

(৯) "সুখী মানুষের মুখোশ পড়ুন"; আপনার ভেতরে যতোই দুঃখ বা কষ্ট থাকুক সেটা যেন অন্যরা বুঝতে না পারে। আপনার দুঃখ-কষ্ট হয়তো অন্যের সিম্প্যাথি নয়তো হাসির খোরাক হবে পক্ষান্তরে আপনার বাহ্যিক সুখী মানুষের মুখোশ আপনাকে অন্যের সামনে আকর্ষনীয় এ্যাট্রাকটিভ পার্সনে পরিণত করবে।

(১০) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কেউ "যদি আপনাকে পাত্তা না দেয়" তাহলে "সেই পাত্তা না পাওয়ার অনুভূতিটা" নিজের মন আর মাথাতেই পাত্তা দিবেন না। এই বিশাল বিশ্ব সংসারে একজন মানুষের পাত্তা না পেলেই আপনি পচে যাবেন এমনটা নয়....উন্মুক্ত গোটা বিশ্বটাই আপনাকে পাত্তা দেওয়ার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে; আপনাকে তো শুধু সেটা অর্জন করে নিতে জানতে হবে।

সবিশেষ একটা কথায় বলবো....কোন কিছুতে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার তবে সেই বিষয়টাকে নিয়েই মন খারাপ করে বসে থাকা আত্ম-অন্যায়; স্বল্প পরিসরের এই লাইফটাকে লাইট করানোর জন্য ব্রেইনের বাত্তিটা এইবার তো জ্বালান!!!

www.purepdfbook.com

টেস্ট হ্যাক!!!

মনে করুন আপনি একটি বিশেষ ইনভাইটেশনে দওয়াত খেতে এসেছেন, এখন আপনাকে এমন একটি খাবার অফার করা হলো যা আপনি আদতে খান না আবার মুখের ওপর বলতেও পারছেন না; অনেকটা অনুরোধে ঢেকি গেলার মতোন বিশ্রী অবস্থা আরকি!

এখন ঐ খাবারটা খেয়ে আপনি বমি করলেও যেমন বিপত্তি তেমনি মুখের "না" বললেও আপত্তি, কি করবেন বলুন?

আপনি নিজের নাক বন্ধ করে যতোটা সম্ভব অল্প সময়ে উক্ত খাবারটা খেতে পারেন, তাহলে দেখবেন অনায়েসেই খাবারটি গ্রহণ করতে পারছেন।

আসলে এখানে খাবারের ঘ্রানটা এড়িয়ে চললেই আপনার ইন্দ্রিয়কে বোকা বানাতে পারবেন।

আবার খাবার শেষে একটু বেশী পারিমাণে পানি খেয়ে মুখের ভেতরটা পরিস্কার রাখলেও পরবর্তীতে বমি হওয়ার সম্ভাবনা এড়িয়ে চলে।

যেহেতু এখানে আমরা ইন্দ্রিয়'কে বোকা বানাচ্ছি তাই উক্ত খাবারটি খাওয়ার সময় দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা এবং মেন্টালিটিকে ভিন্নদিকে ডাইভার্ট করলেই অনুরোধের ঢেকিটা অনায়েসেই গিলতে পারবেন...তাতে না তো বদহজম হবে আর না তো উদগিরণ এর ভয় থাকবে!

www.purepdfbook.com

পেইন হ্যাক

যদি আপনার শরীরের কোন বিশেষ স্থানে ব্যাথা হয় তাহলে ব্যাথা যুক্ত জায়গাটি বাইনোকুলার উল্টো করে দেখুন, আপনার ব্যাথা অনুভব হওয়া কমে যাবে।

আসলে এখানে মূলত আপনার দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় ব্রেইনকে বোকা বানিয়ে ব্যাথা কমানো হচ্ছে...আপনি চাইলে ব্রেইন দিয়েই বিশ্বজয় করতে পারেন।

www.purepdfbook.com

ফেস হ্যাক

মনের মানুষ বাছাই করার ক্ষেত্রে সবার আগে মানুষটিকে মনে তো ধরতে হবে; চোখের নজরে ভালো লাগলে তারপরেই তো মনে ধরবে!

আসলে আমরা মুখ দেখে সেই মানুষটিকেই পছন্দ করি যার মুখের অবয়বের সাথে আমাদের নিজের মুখের মিল (সাদৃশ্য) থাকে।

আপনি যদি পত্র/পাত্রীর ছবি দেখে স্পেসিফিক কাউকে চয়েজ করার কথা ভাবেন তাহলে আপনার মুখের সাথে মিল রেখে সূক্ষ্ম ফটোশপ ভালো ইফেক্টিভ হতে পারে।

মনে করুন, আপনি একজন পাত্র এবং আপনি পাত্রীর নিকট আপনার ফটো পাঠাবেন। এখন আপনি পাত্রীর মুখের সাথে আপনার মুখটা এমনভাবে সূক্ষ্ম ফটোশপে ব্লিন্ড করুন (অন্তত ২০%) যেন তা সহজে ভিজ্যুয়ালি হাইলাইট না হয়; তাহলে আপনার ফটো দেখে পাত্রী আপনাকে সহজেই পছন্দ করবে বলে আশা করা যায়।

উপরোক্ত বিষয়টি শুধুমাত্র পাত্রের বেলায় নয় বরং পাত্র-পাত্রী সবিশেষ প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে এমনি স্পেশাল মেকআপ ভালো ইফেক্টিভ হতে পারে।

ভিন্নদিকে আপনি যদি ঘটক মারফত পাত্রীর নিকট আপনার ফটো পাঠান এবং আপনি চান যে পত্রী যেন আপনাকেই পছন্দ করে তাহলে আপনার ফটোর পাশাপাশি আপনার চেয়ে অসুন্দর ভগাচগা মার্কা আরও

www.purepdfbook.com

কিছু ছেলেদের ফটোও একইসাথে পাঠান; তাহলে রিলেটিভলি পাত্রী আপনাকে চয়েজ করবে বলে আশা করা যায়।

www.purepdfbook.com

ফুড হ্যাক

খাবার বা খাদ্য যা খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করি; তবে সব খাদ্যই যে আমরা খেতে পছন্দ করি এমনটা নয়।

মূলত খাবারের লুক আর সুগন্ধও খাবারকে চয়েজ করার জন্য দায়ী।

যেকোনো অখাদ্যও তার স্পেশাল লুক এবং সুগন্ধের জন্য খাদক'কে আকৃষ্ট করে।

মনে করুন আপনি আপনার প্রিয়জনের জন্য এমন একটা খাবার তৈরী করেছেন যে আসলে খেতে ততোটা টেস্টি হয়নি, আপনি খাবারটি প্লেটে ওয়েল লুকআপে ডিস্ট্রিবিউশন করুন এবং সম্ভব হলে আলাদা করে সুগন্ধি ফ্লেবার যুক্ত করুন; আশা করা যায় যে টেস্টের কমতিটা লুকআপ আর সুগন্ধে পুষিয়ে যাবে।

www.purepdfbook.com

হ্যাপি হ্যাপি হ্যাপিনেস!

আপনি কি আপনার অতীতের সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে ভালো থাকতে চান? জীবনে সুখী হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় কিন্তু এটাই "আপনি আপনার অতীতের সকল কষ্ট ভুলে যান"।

আমি জানি যতোই আমি মহাকাব্য সাইজের মোটিভেশনাল স্পিচ লিখি তবুও আপনি শেষ বাক্যে এসে বলবেন "অতীত ভুলতে পারছি না!"

কেন পারছেন না জানেন??

কারন আপনি আপনার অতীতটাকে ভুলতেই চাইছেন না...দোষ তো আপনার ব্রেইনের নয়,দোষটা আপনার মনের'ই; আর মনের এই দোষ কাটাতে আপনাকেই ওঝা হয়ে একটু ঝারফুক করতে হবে।

আচ্ছা আপনি এই বুড়ো বয়সে বাংলা বর্ণমালার সকল বর্ণগুলো "ক" থেকে "চন্দ্রবিন্দু" পর্যন্ত একটানা মুখে বলতে পারেন কিনা ট্রাই করে দেখুন তো? নিশ্চয়ই অনেকে পারবেন না....তার কারণ আমাদের চর্চা নেই।

ঠিক একইভাবে বর্তমান সময়ে প্রতিনিয়ত বারংবার অতীতের কথাগুলি মনে মনে আওড়ালে আপনি না তো কখনো অতীত ভুলতে পারবেন আর না জীবনে সুখী হতে পারবেন।

দেখুন.....আপনার অতীত আপনার হাতে নেই; কিন্তু আপনার বর্তমান আপনার হাতে আছে যেটাকে মনের মতোন করে গড়ে সাঁজাতে পারলে আপনার ভবিষ্যত সুন্দর হতে বাধ্য।

আপনি যদি মাঝরাতে কানে হেডফোন দিয়ে প্রয়াত ভালোবাসার তরে ঠোটে নিকোটিনে টান দেন তাহলে ফুসফুসের ক্ষতি ছাড়া হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার মানুষটি যে ফিরে আসবে; এই সহজ কথাটুকু তো বোঝার চেষ্টা করুন।

www.purepdfbook.com

আর যদি বুকে কষ্টের বোঝা এর অযুহাত দেন তাহলে আপনার জন্য শ্রেষ্ঠতম ঔষধ হলো "বোঝা" কেননা একমাত্র আপনার ব্রেইনের বোঝা (বুঝ শক্তি) আপনার বুকের বোঝা (কষ্ট) কমাতে পারে। মনে রাখবেন ঘড়ির ব্যাটারী ফুরিয়ে গেলে সেটা পরিবর্তন করতে হয়,ঘড়িটিকে ভেঙ্গে ফেলে সময়কে বশ করা যায় না!!!

অবশ্যই অবশ্যই আমরা কেউই শতভাগ অতীতের কষ্ট ভুলে যেতে পারবো না; তবে যখনি মনে অতীতের দুঃখ দাগা কাটবে তখনই ভিন্ন চিন্তাতে মনটাকে ডাইভার্ট করুন। অতীতের কষ্টগুলি ঠোটের বাকা হাসিতে ইগনোর করুন, হাসির মাঝেই আছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি!!!

অতীতের কষ্ট ভুলতে কিছু বিষয় ফলো করতে পারেন:

(১) খুব ভোরে ঘুম হতে উঠুন; তাতে রাত জেগে মিছিমিছি কষ্ট বিলাস করার সময়ই পাবেন না।

(২) কষ্টকর অতীতের যেসব জায়গার সাথে স্মৃতি জড়িয়ে আছে পারতপক্ষে সেসব জায়গা পরিহার করে চলুন।

(৩) সবসময় পজেটিভ চিন্তা করুন; জানলে অবাক হবেন যে আমরা মনে মনে যেসব দুঃশিন্তা করি তার সিংহভাগই আদতে বাস্তব হয়না।

(৪) অতীতের কারো প্রতি হিংসা বা ক্ষোভ পুষে রাখবেন না, তাকে ক্ষমা করে দিন। এই ক্ষমা'টা শুধুমাত্র আপনাকে মহান নয় বরং আপনাকে জীবনটাকেই নিয়ত সেল্ফ-মোটিভেট করবে এবং সামনের দিনগুলি আলোকোজ্জ্বল করবে।

(৫) একটানা ঘরে বসে শুয়ে সময় কাটাবেন না; প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার তাড়ার মতোই তাড়া করে রোজ বিকালে একটু বাইরে বেড়িয়ে আসুন [সরি... একটু ফান করেই বললাম]

(৬) নিজের একঘেয়েমি লাইফটাকে একটি রুটিনে বেধে ফেলুন; সম্ভব হলে একটা হাতঘড়ি পড়ুন। এই নিছক ঘড়িটি আপনাকে টাইম ট্রাভেল করিয়ে অতীতে নিয়ে যাবে না সত্য তবে রুটিন মাফিক লাইফে সফলতার এলার্ম বাজিয়ে নিশ্চিত সংকেত দিবে।

www.purepdfbook.com

(৭) দিনশেষে ঘুমানোর আগে আজকের সারাটা দিনের এক্টিভিটির এনালাইসিস করুন এবং আগামীকাল কিভাবে আজকের দিনের চেয়ে আরপ ভালোভাবে পার করবেন সেই পরিকল্পনা করে নিন....মনে রাখবেন পিছন ফিরে সিড়ি দিয়ে নামার চেয়ে একটু টান পায়ে উপরের দিকে সিড়িতে চড়াই অধিকতর সহজ!

সবিশেষ এতোভালো "সোনা রে...লক্ষী রে" করারও পরও যেসব ঘাড়ত্যাড়া বলবে "ভাইয়া অতীত ভুলতে পারছি না" তাদের জন্য বলবো "অতীতটাকে একটা ধাক্কা হিসেবে নিন...যেই ধাক্কাটা আপনার সামনের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে"।

সিক্রেট সোস্যাল ভাইরাস

গল্প: সাত সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সময় দেখতে মোবাইল হাতে নিয়ে খানিকটা অবাক হলাম, Mona নামে একটা মেসেজ এসেছে; এই নামে তো কোন নাম্বার আমার মোবাইলে সেভ নেই তাহলে এই Mona টা আবার কে??

ভাবলাম প্রমোশনাল মেসেজ কিন্তু মেসেজের লেখাটা পড়ে মাথাটা হালাক চক্কর দিলো "সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দাও নইলে আমি তোমাকে খাবো...আমি আসছি"। ধূর ফালতু...যত্তোসব; ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খালি পেটে একটা জ্ঞানের বাত্তি না জ্বলালে আবার আমার ঠিকমতো মাথায় কাজ করে না,তাই দোকানে গিয়ে একটা সিগারেট কিনে সবেমাত্র ঠোটে ধরলাম ওমনি আবার মোবাইল টিং টং বেজে উঠলো; এবারের মেসেজ "প্রায় পৌছে গিয়েছি....তোমার পেটের ভেতর একটু পরই মোচড় দিবো"। হাফডান স্টিক জ্বালিয়েই রুমে ফিরলাম....ও মা গো, সত্যিই সত্যিই পেটে মোচড় দিয়ে উঠলো; টানা তিনবার বাথরুমে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, খানিকটা ভয় পেয়েছি বললেও ভুল হবেনা। এরপর চুপিচাপি সন্ধ্যাবেলা পাঁচতলা বাসার ছাদে আবার একটা স্টিক জ্বালালাম, শ্যালিকা(অশুদ্ধ ভাষায় পড়ুন) Mona নিশ্চয়ই আমাকে ফলো করে আবার মোবাইলটা টিং টিং করে জানান দিলো "আমি পৌছে গিয়েছি... আজ রাতে তোমার বুকের ওপর উঠে তোমাকে খুন করবো"। কিসের সিগারেট আর কিসের পিনিক পড়িমরি করে নিচে দৌড় দিলাম। রাত একটা পর্যন্ত ভয় আর টেনশনে চোখ দুটো এক করতে পারলাম না, এরপর কখন জানি চোখ বন্ধ হয়ে গেল টের পাইনি।মাঝরাতে বুকের ওপর চাপা একটা ভার অনুভব করলাম, কে যেন উবুড় হয়ে চাপা দিচ্ছে অনেকটা দুইপা জড়ো করে বুকের ওপড় হাটু গেড়ে বসলে যেমন অনুভব

www.purepdfbook.com

হয় আরকি। চোখ খুলতেই কিচ্ছু নেই...সারা শরীর ঘেমে নেয়ে একাকার, মিনিট পাঁচেক দম নিলাম নিয়ে সারাটা রাত জেগেই কাটালাম আর প্রতিজ্ঞা করলাম আর সিগারেট খাবো না। পরদিন একটাও সিগারেট খায়নি আর সারাদিনে Mona নামেও কোন মেসেজ আসেনি, সন্ধ্যাবেলা মোবাইলে আরেকটা মেসেজ আসলো যেখানে Mona লিখেছে "গুড বয়.....আমি চলে যাচ্ছি"।

শিক্ষা:

এটা একটা কাল্পনিক গল্প যেখানে Mona একটা কাল্পনিক চরিত্র;আমি গল্পের ভূত-পেত্নীর মাহাত্ম্য বয়ান করছি না তবে "ভয়" নামক জিনিসটার প্রোপার পজিটিভ ইউটিলাইজেশন নিশ্চিত করছি। দেখুন বিজ্ঞান বলুন আর বাস্তবতা বলুন "ভূত" নামক দৈত্যটাকে অদ্যাবধি কেউ কখনো দেখেনি তবে "ভয়" নামক অনুভূতিটা যে সাইকোলজি থেকে ফিজিওলজি পর্যন্ত বিস্তৃত সেটা মেডিকেল সায়েন্স কবেই তো স্বীকার করেছে।

আমরা এই ভয়'টাকেই কাজে লাগিয়ে সমাজ সংস্কার করবো।

ট্রেন্ড এন্ড টনিক:

আমরা বেশ কিছুদিন আগেও ব্লু হোয়েল নামের গেমটার কথা শুনেছি, যেটা নিয়ে এতো বেশী গুজব তৈরী হয়েছিলো যে কেউ মার্ডার করে হাতে তিমির ছবি একে দিলেই সেটা সুইসাইড হয়ে যাবে এমন অবস্থা; এখন আবার মোমো নামের হোয়াটসএপ গেমটাকে ইচ্ছাকৃত এতোটাই ভাইরাল করা হচ্ছে যেন পাবলিক এইসব নিয়ে পাকনামি করতে পারে।

আবার আমি যখন পিচ্চি ছিলাম তখনকার সময়ে এমন একটা আতঙ্ক ছিলো যে একটা ছায়ামানব নাকি ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে নিয়ে বাতাসে গায়েব হয়ে যায়.....আমাকে নিয়ে তখন আম্মার কত্তো টেনশন, সব সময় কোলে কোলে রাখতেন।

আসলে সেই গুজব আর আতঙ্কের আড়ালে একটা কুচক্রী ছেলেধরা দল ছিলো যারা বাচ্চাদের চুরি করে বিক্রি/পাচার করতো।

www.purepdfbook.com

এইসবই হলো ট্রেন্ড....সময়ের সাথে সাথে ট্রেন্ড থাকবেই থাকবে; এটা হিউম্যান ইভল্যুশনের একটা বিকৃত বিহ্যাভিয়ার।

তো আমরা এই ট্রেন্ডটাকে পজেটিভলি এমনভাবে ব্যবহার করবো যাতে "সমাজ হতে সকল খারাপ মানুষ দূর করবো" এই মোটিভে তাই এটাকে টনিক বলা চলে!

কিভাবে করবো জয়??

সবার আগে মনে রাখুন আমরা "সমাজ হতে খারাপ মানুষ দূর করবো" এর মানে মানুষের খারাপ স্বভাব দূর করবো; কাউকে ফিজিক্যালি/ সাইকোলজিক্যালি এমন টর্চার করা যাবেনা যাতে তার প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে; এই কাজে টনিক হিসেবে ব্যবহার করবো এই কাল্পনিক Mona নামের humanitarian ভাইরাসটি (চাইলে আপনি আপনার পছন্দ মতোন হরর নাম চেয়েজ করতে পারেন)।

আমাদের সকলের আশে পাশেই ঘুরে ফিরছে বিভিন্ন খারাপ মানুষ কেউ ঘুষখোর, কেউ তাদের স্ত্রীকে অকারনে মারপিট করে কিংবা কেউ দূর্নীতি অথবা সন্ত্রাসী ; ঠিক এইসব মানুষকে টার্গেট করে ছড়িয়ে দিন ভাইরাস।

সবার আগে এইসব খারাপ মানুষের তালিকা করে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন যেমন মোবাইল নাম্বার, ফেসবুক আইডি, ইমেইল ইত্যাদি ইত্যাদি; এইবার তাদের ন্যাচারাল লাইফ সম্পর্কে যতোটা পারেন ইনফরমেশন গ্যাদার করুন এবং সেগুলি এনালাইসিস করে ঐ ব্যক্তি স্বত্বার একটা কাল্পনিক সম্ভাব্য প্রতিকৃতি মনে মনে আঁকুন।

যেমন তিনি কিসে ভয় পান- কতোটা ভয় দিলে তালে এনাফ কাবু করা যাবে-তার দূর্বল জায়গা কোনটি- তার পূর্বের কোন সিক্রেট বিষয় কিংবা লুক্কায়িত গোপন কাজ যেটা সবার সামনে এক্সপোজ হলে তার মান সম্মান নষ্ট হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার ছক মতোন আপনার এট্যাক ধীরে ধীরে শুরু করে দিন, আপনার এট্যাকিং এক্টিভিটি ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন প্রকার হবে, সহজকথায় ব্যক্তির প্রকৃতি-চরিত্র বিশ্লেষণ করে আপনাকেই নাটকের স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে (যেমন উপরে গল্প আমি একটা ডেমো দিলাম)।

www.purepdfbook.com

আর হ্যা, আপনাকে কিন্তু সবটা সময় আপডেটেড থাকতে হবে যেমন যেমন কেউ আপনার মেসেজ পেয়ে সীম পাল্টে ফেললে তার নতুন নাম্বার সংগ্রহ করা, কিংবা মোবাইল ব্যবহার বাদ দিলে পুরান আমলের ডাকে চিঠি পাঠানো ইত্যাদি অলটারনেটিভ আইডিয়া আপনার মাথাতেই পয়দা করতে হবে....

এনোনিমাস হউন:

মনে করুন আপনি এইসব কাজ একটা দূর্নীতিবাজ পুলিশের সাথে করছেন এবং কোনভাবে সে আপনাকে পাকড়াও করলো...এইবার ভাবুন তো কেমন হবে অবস্থা? এইজন্যই আপনাকে এনোনিমাস হতে হবে। নিজের ব্যক্তিগত নাম্বার ব্যতিরেকে প্রাইভেট ইন্ডিভিজ্যুয়াল নাম্বার,আইপি ডায়ালিং কিংবা ফলস নাম্বার ব্যবহার করুন; আবার ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইপি বদল তথা প্রক্সি ফ্লাডিং, ম্যাক চেঞ্জ কিংবা এনড্রোয়েডের রুট এক্সেসে আইএমইআই পাল্টে নিন।

মেসেজ পাঠাতে বাল্ক মেসেজ ব্যবহার করুন এবং সিকিউরিটির জন্য ডিপোসেবল হোস্টিং হতে বাল্ক প্রাইভেট বাল্ক মেসেজ গেটওয়্যে তৈরী করে নিন (আমি সব ইলিমেন্টই বলে দিলাম, এবার কষ্ট করে সাগর পাড়ে ঝিনুক কুড়ানোর কাজটা তো আপনাকেই করতে হবে)।

সত্যিই কি এভাবে সমাজের সকল খারাপ মানুষ ভালো হয়ে যাবে??

সত্যি বলতে না, এভাবে কখনো স্থায়ীভাবে শতভাগ সমাজ সংস্কার সম্ভব না তবে দ্রুত ইফেক্টিভ পদ্ধতিতে আশা করা যায় বেশীরভাগ খারাপ মানুষ ভালো হয়ে যাবেন ; যেমন ব্লু হোয়েল গেইম খেলে আদতে যদি ১০ জন সুইসাইড করে তবে তার বিপরীতে ১০০০ মানুষ সচেতন হয়েছিলো, এমনকি গোটা দুনিয়াকে নীরবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো এই সাইকোলজিক্যাল গেইম'টি; আপনাকেও এমনি একটা নীরব ভাইরাস খ্যাত গেইমের নায়ক হতে হবে।

দেখুন আমরা আসলে "ভয়" জিনিসটাকে ভয় পাই তাই এটাকেই কাজে লাগিয়ে আপনার কাল্পনিক তৈরী ভাইরাসটাকে এমনভাবে ভাইরাল করুন যেন একজনের ইফেক্টে তার পাশের আরো ১০ জন ভালো হয়ে যায়।

www.purepdfbook.com

আর একটা মানুষ যখন ভালো মানুষ হওয়ার আস্বাদ অনুভব করেন তখন তিনি আর শত লোভ লালসাতেও খারাপের ধারে কাছেও যাবেন না, যেমন বাস্তবতা বিচারে এমন অনেক পরিশ্রমী হত দরিদ্র মানুষ পাবেন যাদের সামনে লাখ টাকা ফেলে রাখলেও তার ভেতরে লোভ জাগবে না কিংবা সে টাকা চুরি করবে না; কেননা তার ভেতরে নৈতিকতার সফটওয়ার ডিফল্টলি ইনস্টলড হয়ে আছে।

তবুও আপনি যদি মাত্র ১ জনকে মানুষকেও ভালো করতে পারেন তবে সেটাই আপনার স্বার্থক সাফল্য!

গ্রুপ হয়ে কাজ করুন:

সাধারনত একার পক্ষে এতোসব ইনফরমেশন সংগ্রহ করা, এনালাইসিস করা এবং নিয়মিত আপডেটেড থাকা প্রায় অসম্ভব তাই আপনারা ফ্রেন্ড সার্কেল মিলে এনোনিমাস'লি এমন একটা টিম/গ্রুপ তৈরী করতে পারেন যারা এই ভাইরাসটাকে ভাইরাল করবে।

এমনকি বিষয়টাকে সত্যাসত্য ভাইরাল ও পপুলার করতে আপনার পরিচিত ফ্রেন্ড কাউকে ভিক্টিম বানিয়ে লোকের সামনে প্রেজেন্টেশনও করতে পারেন।

সাইকোলজি কি বলে??

মানুষের ব্রেইন আসলে অসংখ্য নিউরনের একটা সমাবেশ যেখানে মানুষের আবেগ অনুভূতিগুলো নিউরনে এক প্রকার ইলেকট্রিক সিগন্যাল তৈরী এবং এনালাইসিস করে তাকে ফিজিক্যালি মোটিভেট করে, ঠিক তেমন ভয় নামক জিনিসটা আসলে ভূতে নয় বরং নিউরনেই তৈরী হয়, তাই মাঝরাতে আপনি যদি ভীত হন তাহলে নিজের ছায়া দেখেও ভয় পাবেন এটাই স্বাভাবিক, তবে আপনি এখানে "ভয় থেকে ভালো কিছু করার করার প্রয়াস পাবেন" এটাই লেখনীর উদ্দেশ্য।

শেষকথা: এটা এক প্রকার টেক এডভেঞ্চারাল ফিকশান তাই এটাকে নিয়ে ফ্যান্টাসটিক কিছু করতে পারেন বটে কিন্তু সারাদিন এটা চিন্তা করতে করতেই মাথাতে পেইন তুলবেন না; এটাকে ভালো কাজে ব্যবহার করে আপনি হয়তো সেলিব্রেটি হতে পারবেন না তবে মনের দিক থেকে নিশ্চিত সেল্ফ স্যাটিসফেকশন পাবেন।

www.purepdfbook.com

www.purepdfbook.com

পুলিশ মাইন্ড হ্যাকিং

আমরা জানি "পুলিশ জনগণের বন্ধু আর সন্ত্রাসের দুশমন" কিন্তু বাস্তবতা হলে আপেক্ষিক দিক থেকে আজ প্রায় সিংহভাগ পুলিশ সদস্য টোটালি করাপটেড "লাইনসেন্সধারী সন্ত্রাসী" তাই তাদের কালো থাবা হতে নিজেকে বাঁচাতে কিংবা সহজাত পুলিশি হয়রানি ও ভয় এড়াতেই এই মাইন্ড হ্যাকিং!

[আমি স্পষ্ট করেই বলছি বাংলাদেশের সকল পুলিশ সদস্যই করাপটেড নয়, এমনও কিছু পুলিশ অফিসার আছেন যাদের দেখলে ভয়ে নয় বরং শ্রদ্ধাতে আপনার মন ভরে উঠবে]।

(১)সালাম দিন:

মনে করুন আপনি একটু পাঙ্কু স্টাইলে রাস্তাতে হাটছেন আর ওমনি একজন পুলিশ আপনাকে ডাক দিলো; মোটেই ভয় পাবেন না কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না বরং শান্তভাবে এগিয়ে যান এবং সালাম দিন। সত্যি বলতে সালাম জিনিসটা এমনি এক প্রকার অভিবাদন যাতে অপর পক্ষ নমনীয় হতে বাধ্য।

(২)ভয় পাবেন না কিংবা দৌড় দিবেন না:

আপনি কি কখনো কুকুরের দৌড়ানি খেয়েছেন? দেখবেন আপনি যদি দৌড় দেন তাহলে কুকুরও আপনার পিছে দৌড় দিবে কিন্তু আপনি যদি শান্ত হয়ে স্থির দাড়িয়ে কুকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে একটু নিচু হয়ে কিছু তুলছেন এমন ভান করেন তাহলে দেখবেন উল্টো কুকুর আপনাকে দেখে ভয় পেয়ে পালাবে, কারন সে ভাবে আপনি এখনি তার দিকে ইট নিক্ষেপ করবেন।

আমি পুলিশের সাথে কুকুরকে তুলনা করছি না (আই হ্যাভ উইলিংলি রেসপেক্ট অর্নেস্ট পুলিশ অফিসার) তবে মেন্টালিটি বোঝাতে এমন উদাহরন দিলাম মাত্র।

কখনোই পুলিশি জেড়াতে বা পুলিশের সাথে কথা বলার সময় নার্ভাস হবেন না কিংবা তাদের দেখে ভয়ে পালাবেন না; মনে রাখুন আপনার "ভয়" আপনাকে পুলিশের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত করবে!

www.purepdfbook.com

(৩) শান্ত থাকুন:

পুলিশের সাথে কথার সময় কপাল ঘেমে যাওয়া, বারবার ঢোক গেলা, অসংগতিপূর্ন কথা বলা কিংবা অস্বস্তিকর ভীতিজনক অঙ্গভঙ্গি করবেন না; নিজেকে শান্ত রাখুন। পুলিশ হয়তো সত্য বের করার জন্য আপনাকে ইচ্ছাকৃত হুমকি/ধামকি কিংবা ভয় দেখাবে.... আপনি ভয় পেয়ে গেলেই আপনার দূর্বলতা প্রকাশ পাবে এবং সেই দূর্বলতার ফাঁদেই আপনি আটকা পড়বেন!

(৪) ধমকে ভয় পাবেন না:

যদি কোনক্ষেত্রে পুলিশ আপনাকে ধমক দেয় এমনকি আপনাকে বারবার ক্রসফায়ারে দেবার কথাও বলে তবে ভয় পাবেন না(যদিওবা ভয় আসাটাই স্বাভাবিক তবুও জীবন জয় করতে হলে এই সময়টাতে মোটেই ভয় পাবেন না)। শুনুন যদি পুলিশের আপনাকে ক্রস/ব্রাশ ফায়ার দেবার ইচ্ছাই থাকে তবে পুলিশ কখনোই সেটা মুখে বলবে না কিংবা জানতে দিবেনা....বরং ইচ্ছাকৃত হলে আপনাকে পালানোর সুযোগ দিয়ে অজান্তেই পিছন দিক থেকে পা হতে পিঠ বরাবর ফায়ারিং করতো,সামনে কখনোই পিস্তল বা বান্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখাতো না; সুতরাং পুলিশের সব কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

(৫) গ্যাজেট ক্যান সেফ ইউর লাইফ:

পুলিশ বলুন আর প্রসাশন বলুন সবকিছুই প্রমাণে বিশ্বাসী; মনে করুন একটা পুলিশ অফিসার আপনার নিকট ১ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছে তাহলে আপনি কি করবেন? আপনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা পুলিশ সুপারের নিকট জানালে অবশ্য প্রতিবিধান পেতে পারেন তবে তার জন্য তো প্রুফ প্রয়োজন তাইনা? এইজন্য স্পায়িং পেন ক্যামেরা জাতীয় গ্যাজেটগুলা আপনাকে সহায়তা করবে।

আবার এখন এমনও কিছু কিছু মোবাইল আছে যাতে স্ক্রিন অফ রেখেও R লিখলে তাতে অটোমেটিক রেকর্ড করা শুরু হয়, এমনকি স্ক্রিন অফ রেখে ভিডিও করাও সম্ভব।

আবার বর্তমানে একটা আতঙ্ক হলো গুম সেটা হতে বাঁচতে আপনাকে মাইক্রো জিপিএস ডিভাইস সহায়তা করতে পারে; আপনার পরিবারের নিকট থাকা রিসিভার এর মাধ্যমে আপনার গতিবিধি মনিটরিং করে তাঁরা উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

www.purepdfbook.com

যদি এমনই হয় যে নিরাপরাধ হওয়া স্বত্বেও এখনই আপনার প্রাণ চলে যাবে যাবে অবস্থা তাহলে [যদিও দেশের আইন মতে আপনার প্রাণের আশঙ্কা থাকলে আপনি প্রতিরক্ষার্থে পাল্টা আঘাত করতে পারবেন] সেক্ষেত্রে ইমিডিয়েট ইলেকট্রিক শকিং ডিভাইস হয়তো আপনার জীবন বাঁচাতে পারে, এটা আপনি নিজেও বাসায় বসে তৈরী করতে পারেন 4000kv হাই ভোল্টেজ জেনারেটর দিয়ে।

(৬) কাটা দিয়ে কাটা তুলুন:

কথার কথা আপনি একজন সাধারন মানুষ, তবুও আপনার এলাকার থানা/পুলিশ ফাড়ির ২/৫ জন পুলিশ সদস্যের সাথে ব্যবহার-বন্ধুত্বে ভালো সম্পর্ক তৈরী করুন; অন্তত নূন্যতমপক্ষে তাদের নাম জেনে রাখুন এবং মোবাইল নাম্বার সেইফ করে রাখুন। বিপদের সময় যদি কোন পুলিশ আপনাকে অপদস্থ বা হ্যারেজ করতে চায় তবে ঐসব নামের উছিলাতে হয়তো মুক্তি পাবেন; মনে রাখুন "পুলিশ কখনো পুলিশ ঘাটায় না"!

(৭) সব পুলিশ- পুলিশ না:

বাংলাদেশে এখন ভুয়া পুলিশ/ ভুয়া ডিবি এর সংখ্যা নিতান্ত কম নয় তাই এদের হতেও সচেতন থাকা আবশ্যক; মনে রাখুন কেউ যদি আপনাকে সাদা গাড়িতে তুলতে চায় কিংবা হ্যান্ডকাফ বা পিস্তল দেখিয়ে নিজেকে পুলিশ/ডিবি দাবী করে তবে আপনি তার পরিচয় পত্র/আইডি কার্ড দেখতে চান(আসল কার্ড চেনার বিষয়টা আগে থেকে জেনে রাখা আবশ্যক)।

আরো কিছু বিষয় চোখের নজরে খেয়াল করুন:

একটা স্বাভাবিক রিভালবার কখনোই অতি হালকা হয়না; এমনকি লিগ্যাল রিভালবার বা সার্ভিস গানের সাথে প্রায় সময় প্যান্টে আটকানোর জন্য একটা চেইন এবং অবশ্যই চামড়ার কাভার থাকে। সচরাচর কখনোই একজন পুলিশ প্যান্টের পিছের দিকে রিভালবার রাখেন না। রিলাভার সবসময় লক করা থাকে যেন তাতে ট্রিগার পড়ে দূর্ঘটনা না ঘটে তাই কেউ যদি শুধু পিস্তল বের করে তাতে ট্রিগারে হাত দিয়ে বলে "দিলাম ফায়ার করে...দিলাম ফায়ার করে" তাহলে বুঝবেন ব্যাটা হয় ভয় দেখাচ্ছে নয়তো এটা ভুয়া পিস্তল (অবশ্য এমন অনেক দেশীয় আর্মস আছে যেগুলি লক আউট থাকে তবে আমি পুলিশের কথা বলছি যেখানে সকল পুলিশের নিকটই লেটেস্ট আমর্স থাকবে এটাই স্বাভাবিক)।

www.purepdfbook.com

(৮) মাথা নিচু করে কথা বলবেন না:

পুলিশের নিকট কখনোই ম্যানতা ম্যানতা করবেন না, আপনার বক্তব্য সংগত ভাষাতে পরিস্কার করে বলুন। পুলিশের প্রশ্নতে কখনোই চোখ মাটির দিকে তাকিয়ে উত্তর দিবেন না বরং চোখ উচু করে সম্ভব হলে তাহার কপালের মাঝ বিন্দু বরাবর তাকিয়ে উত্তর দিন।

(৯) সাংবাদিক পরিচিতি:

আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে যদি কোন সাংবাদিক বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের মাঝে কেউ সাংবাদিক থাকেন তবে আপনার বিপদের সময় তাকে জানান কেননা সত্য বলতে "পুলিশ সাংবাদিকতা প্রফেশনটাকে সমীহ করে চলে" এমনকি পুলিশি হেনস্থা এড়াতে সুযোগ বুঝে পুলিশকে জানিয়ে দিন "অমুক সাংবাদিক আপনার বন্ধু বা আত্মীয় হয়"!

(১০) ইউ ক্যান বিট পুলিশ:

হ্যা, সত্যিই আপনি পুলিশকে মার দিতে পারেন তবে সেটা হাতে নয় বরং আপনার মাথা দিয়ে; পুলিশ যখন একই বিষয় আপনাকে বারবার জিজ্ঞাসা করবে তখন আপনার উত্তর কনস্ট্যান্টলি একই রাখুন; বিভিন্নভাবে একই প্রশ্ন করবে তবে আপনার উত্তরের সূত্র যেন একই হয়...আপনার কথার মাঝে ছোট্ট একটা লিক পেলেই আপনি হেরে যাবেন।

পুলিশ যদি থার্ড ডিগ্রি টর্চার করার কথা বলে কিংবা টর্চার সেলে নিয়ে যায় তাহলে আপনি ইমোশনালি তাদেরও টর্চার এভাবে করুন(স্যার...আমাকে তো মেরেই ফেলবেন, আমি তো মরেই যাবো কিন্তু তারপরো স্যার আমি অমুক অন্যায়টা করিনি... স্যার এখন আপনি চাইলে আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। শুধু আমি মরে গেলে আমার মায়ের কাছে একটু জানাইয়্যা দিয়েন স্যার...)। মনে রাখবেন শুধুমাত্র আপনার যুক্তি এবং ইমোশন, আপনার এক্টিভিটি এবং স্ট্রেন্থ আপনাকে পুলিশের ওপর বিজয়ী করতে পারে।

(১১) হ্যামেলিনের বাশিওয়ালা হউন:

সাধারনত আপনি যদি আমাকে ১০ টি কথার মাঝে নূন্যতম ৫ টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতে পারেন তবে সাইকোলজিক্যালি আপনি আমার দ্বারা অননোনলি সেল্ফ মোটিভেট হয়েই যাবেন।

www.purepdfbook.com

যেমন ধরুন, "স্যার আমিতো হেলমেট নিয়েই বাসা হতে বেড়িয়েছিলাম তবে রাস্তা সেটা চুরি হয়ে গিয়েছে" কথাটা এভাবে বলুন "স্যার বাসা হতে হেলমেট নিয়ে বেড়িছিলাম তবে রাস্তায় দোকানে দাড়িয়ে কিছু কেনার সময়ই হেলমেট চুরি হয়ে গিয়েছে...স্যার আপনিই বলেন এটা কি আমার দোষ?" একই কথার মাঝেও সিমপ্যাথি আর মোমেনটাম আমাদের সাইকোলজি বদলে দিতে বাধ্য!

(১২) একটা Thank You এবং একটু Smile:

আপনি যদি পুলিশের সাথে কথোপকথনের সময় হাসিমুখে থাকেন কিংবা কথা শেষে Thank you sir বলেন তাহলে হয়তো আপনার জাত যাবেনা তবে ক্রাইম সাসপেক্ট হিসেবে পুলিশের মেন্টালিটি একটু হলেও আপনার দিক থেকে ডাইভার্ট হবে কেননা জগতের সবচেয়ে সুন্দর সত্য'টা হলো "ভালো ব্যাবহারে শত্রুকেও পরাজিত করা সম্ভব"

উল্লেখ্য আপনি যদি সত্যিই ক্রাইম করেন এবং উপরোক্ত বিষয়গুলি খাটাতে চান তবে ১০০% ব্যর্থ হবেন কেননা পারফেক্ট ক্রাইম বলে কিছু হয়না; মানুষের ছায়া যেমন মানুষ কখনোই এড়িয়ে যেতে পারেনা তেমনি প্রতিটি ক্রাইম কিছু না কিছু উপাত্ত স্পটে রেখেই যায়....থেকেই যায়, সো ডোন্ট বি এ ক্রিমিনাল, বিং এ মাইন্ড হ্যাকার!

www.purepdfbook.com

মিথ্যা যখন সত্য

আপনি যদি কাউকে কোন মিথ্যা বলতে চান তাহলে সেই মিথ্যাটা এমনভাবে উপস্থাপন করুন যেন তা সত্যের মতোন শোনায়; এখানে শুধুমাত্র ভয়েজ টোন নয় বরং আপনার উপস্থাপন আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেন আপনার উক্ত মিথ্যা কথাটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেটা খেয়াল রাখবেন।

কাউকে মিথ্যা বলার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ফলোআপ করুন:

(১) আপনার মিথ্যাটা যেন লজিকাল হয়।

(২) আপনি যখন কাউকে ১০ টি সত্যের মাঝে ১ টি মিথ্যা বলবেন তখন সেটিও অপরপক্ষের নিকট সত্যের মতোই শোনাবে।

(৩) আপনি যদি একই মিথ্যা বারবার বলেন তবে তা সত্য ভেবেই অনেকে বিশ্বাস করবে।

(৪) মিথ্যা বলার সময় নার্ভাসনেস পরিহার করা আবশ্যক; আপনার হাত/পা/মুখ/ঠোট/ কপাল যেন স্বাভাবিক থাকে এটা খেয়াল রাখবেন।

(৫) একাধিক জন মিলে যদি একটি মিথ্যা প্রচার করা হয় তবে তা অধিকতর সত্য বলেই গ্রহণযোগ্য হয়।

সবিশেষ এটাই বলতে চাই "মিথ্যা বলা মহাপাপ; তাই মিথ্যা হতে নিজেকে বিরত রাখায় জীবনের পরম সফলতার সত্যতা"

www.purepdfbook.com

লোকেশন ট্রেস:

কোন Unknown মানুষের লোকেশন জানতে আমরা নিম্নোক্ত সাইকোলজিক্যাল ট্যাকটিস খাটাতে পারি:

(১) অপরিচিত কারো নাম্বারে কল দিয়ে সালাম দিয়েই বলুন "হ্যালো শামিম ভাই, আপনি কেমন আছেন। আমি তো বসুন্ধরার সামনের রোডে আছি কিন্তু আপনি কই?" এরপর ঐ ব্যক্তিটি যদি নাকচ করে তবে "সরি ভাইয়া, মাফ করবেন। আপনি কে বলছেন প্লিজ" আশা করা যায় তিনি অজান্তেই নিজের নাম বলে দিবেন।

যদি অপরিচিত ব্যক্তিটি ফিমেল হয় "শামিম" না বলে "শামিমা" বলে ডাকতে যেন ভুলবেন না; ইটস ইজি ম্যান!

(২) আপনি যদি ফিমেল হন তবে এমন মাইন্ড হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে ১০০% এর ভেতর ৮০% এমনিতেই সফল হবেন বাকি ২০% নির্ভর করবে আপনার দক্ষতা আর জ্ঞানের ওপর।ধরুন আপনি কোন ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য জানতে চান তাহলে সবার আগে রং নাম্বার পরিচয়ে তাহার সাথে কথা বলুন এবং একটা অসংজ্ঞায়িত সম্পর্ক তৈরী করুন যেন তা সিনেমাটিক হয়। এরপর তাহার সাথে কথা বলতে বলতেই তাহার দু-পাঁচটা করে তথ্য জেনে নিন (একসাথে আবার সব জানতে যাবেন না যেন)। যেমন আপনি যদি কারো "লোকেশন" জানতে চান তবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন "আচ্ছা ভাইয়া আপনি কি করেন? ও আচ্ছা তাহলে এখন বুঝি অফিস করছেন তাইনা? আচ্ছা আপনার অফিসে কি কাজ করতে হয়? সারাক্ষণ শুধু কাজই করেন বুঝি? ওহো…তাহলে আপনাদের অফিসের নামটা কি" ? এবার অফিসের নাম হতে গুগল সার্চ করে লোকেশন ট্রেস করা কিংবা স্বয়ং ঐ ব্যক্তিটিকেও ট্রাক করা খুব ইম্পসিবল কিছু তো নয়!

(৩) আপনি চাইলে নিজেকে পুলিশ অফিসার/আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ বলে দাবী করে অন্যের তথ্য হাতাতে পারেন তবে এখানে আপনার কথা বলার স্টাইল এবং কথার ভারী গাম্ভীর্যতাই সবকিছু!

(উল্লেখ্য এই কাজটা করা যারপরনাই নিতান্ত অনুচিত)

(৪) আপনি চাইলে কল স্ফুপিং করে কাস্টমাইজড নাম্বার ব্যবহার করে অন্যকে ফোন দিয়ে তার নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ এবং লোকেশন আইয়েন্টিফাই করতে পারেন।

যেমন আপনি যদি 121 হতে কাউকে ফোন দিয়ে নিজেকে ফোন কোম্পানির এক্সিকিউটিভ হিসেবে দাবী করেন তবে খুব কম মানুষই আছেন যারা এটা অবিশ্বাস করবে।

এই একই কাজ আপনি এসএসএস স্ফুপিং হতেও করতে পারেন; বাল্ক মেসেজ/বাল্ক ইমেইল হতেও করতে পারেন।

(৫) আপনি এইরূপ বাল্ক মেসেজ (মেসেজ স্ফুপিং) হতে আইপি লগিং লিংক দিয়ে তার আইপি এড্রেস> লোকেশন ট্রাক করতে পারেন

যেমন মনে করুন GP REWARD নামের মেসেজ হতে যদি লেখা থাকে "আপনি ১০০০ মিনিট টকটাইম জিতেছেন; নিচের লিংকে(এইটাই হবে ঐ আইপি লগিং লিংক) প্রবেশ করে তথ্য পূরণ করুন এবং পুরষ্কার নিশ্চিত করুন" তবে এমন ফাদে পা দেওয়া লোকের কমতি থাকবে না।

(৬) কারো নাম্বারে ভুল করে ১০ টাকা ফ্লেক্সি করে দিন এবং পরে ঐ নাম্বারে কল করে টাকার বিষয়ে জানতে চান। যদি আদতে তিনি টাকা ব্যাক করেন তবে আপনি ঐ ফ্লেক্সিলোড আসা মেসেজ এনালাইসিস করে ঐ ব্যক্তির কারেন্ট লোকেশন জানতে পারবেন।

এখন মেসেজ এনালাইসিস করা যদিও জটিল এবং তাতে কাস্টমার কেয়ারের সহায়তা প্রয়োজন তথাপি এভাবেই তাহার লোকেশন আইডিয়েন্টিফাই করা পসিবল কেননা সীম কার্ড রেজিস্ট্রেশন ইনফোতে দেওয়া লোকেশন এবং কারেন্ট টাওয়ার লোকেশন যারপরনাই মিলবে না এটাই স্বাভাবিক।

ফেসবুক পাসওয়ার্ড হ্যাকিং!!

কারো ফেসবুক আইডি হ্যাক করার জন্য যতোসব উপায় আছে যেমন ফিশিং,কি লগার, ট্রোজান ভাইরাস, স্পাই এপ্স, ব্রুট ফোর্স এট্যাক ইত্যাদি সবকিছুর শুরুতেই আমাদের প্রয়োজন হয় "সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং"। আর এই "সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং" আসলে মাইন্ড হ্যাকিং এর একটি অংশ বটে।

ধরুন আপনি ফিশিং এর মাধ্যমে কারো ফেসবুক আইডি হ্যাক করতে চাচ্ছেন, তাহলে তাকে এমন কথা বলে আপনার ফিশিং লিংক দিন যাতে সে তাতে লগিন করতে প্রলুব্ধ হয়; যেমন আপনি তাকে বলতে পারেন "এই লিংকে লগিন করে দেখো তোমার সকল নোংরা নোংরা ফটো আপলোড করা হয়েছে"।

আপনি চাইলে একটি জাভাস্ক্রিপ্ট কোডের মাধ্যমেও যেকোন ওয়েবপেইজ এডিট করে তাকে স্ক্রিনশট হিসেবে ফটো পাঠাতে পারেন যাতে সে প্রলুব্ধ হয়।

কোডটি হলো....

```
javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on';void 0
```

এছাড়াও আপনি চাইলে কোডটির পরিবর্তে যেকোন ওয়েবপেইজ এডিটরর এপ্লিকেশন ব্যবহার করতে পারেন। পিসির ক্ষেত্রে আপনি সোর্সকোড এডিট করেও একই কাজটা করতে পারেন।

কিন্তু আজকাল প্রায় সবাই ফেসবুক ফিশিং সম্পর্কে অবগত তাই ফিশিং লিংক খুব সহজেই ডিটেক্ট করতে পারে; এইজন্য আপনি "ফ্রি ফেসবুক" বা এমন লোভনীয় প্রস্তাবে আপনার ফিশিং লিংকটি দিয়ে একটি এপ্লিকেশন তৈরী করে ভিক্টিম'কে পাঠাতে পারেন যাতে সে লিংকটি সরাসরি ডিটেক্ট করতে না পারে।

আবার আপনি চাইলে গুগল ফায়ারবেসের মাধ্যমেও আপনার মোডিফাইড এপ্সে লগিন করা ইউজারদের "লগিন ইনফরমেশন (ইমেইল/মেবাইল নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড)" জানতে পারেন।

এনিয়ওয়্যে এখন আমি সরাসরি মাইন্ড হ্যাকিং করে কিভাবে অন্যের ফেসবুক পাসওয়ার্ড পেতে পারেন সেটাই শেখাবো; এটাকে অনেকটা ইমোশনাল গেইমও বলতে পারেন...

মনে করুন আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডের ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক করতে চান তাহলে তাকে এভাবে বলুন....

You: লক্ষীটি তোমার ফেসবুক পাসওয়ার্ড'টা আমাকে দিবে?

Gf: কেন?

You: এমনিই... কেন আমি কি আমার লক্ষী বাবুটার সবকিছু জানতে চাইতে পারি না?

Gf: ওহ বুঝেছি, তুমি আমাকে সন্দেহ করো?

You: না, সন্দেহ করিনা; তবে ভয় হয় যদি কখনো আমাকে ছেড়ে চলে যাও...

আর বিশ্বাস করি বলেই তো ভালোবাসি, তবে তুমি যে আমাকে বিশ্বাস করো না এইটা অন্তত বুঝলাম। তুমি না হয় ১ মিনিটের পরে আবার পাসওয়ার্ড বদলে নিও...এই ১ মিনিট সময়টুকু আমাকে ট্রাস্ট করতে পারলে না, তাহলে সারাটা জীবন কিভাবে বিশ্বাস করবে?

আচ্ছা থাক লাগবে না....সরি, ক্ষমা করে দিও; আমি আসলে কাউকে কেন জানি আমার মনের কথাটা বোঝাতে পারিনা, তোমার আর দোষ কি??

Gf: আচ্ছা আমার লক্ষী বাবুটা এই নাও পাসওয়ার্ড ********

www.purepdfbook.com

You: আমার লক্ষী সোনা বাবুটা আমার💚💚💚

উপরের কাহিনীর স্ক্রিপ্ট'টা খুব সাধারণ একটা ইমোশনাল ড্রামা আরকি; তবে এটাও মনে রাখবেন যে "জোর করে চাওয়া" আর " ইমোশনালি না চাওয়া" এর মাঝেই "দেবার" সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী থাকে।

কিন্তু মাত্র ১ মিনিট পর তো সে পাসওয়ার্ড বদলে ফেলবে তাহলে

এই নিছক ১ মিনিটের জন্য আপনি পাসওয়ার্ড পেয়ে কি করবেন?

আপনি চাইলে এই ১ মিনিটের ভেতরেই উক্ত আইডিতে লগিন করে App পাসওয়ার্ড সেট করে নিতে পারেন, তাতে সে যতোবারই পাসওয়ার্ড বদল করুন না কেন আপনি একটি স্পেসিফিক এপ্লিকেশনে ঐ "পাসওয়ার্ড" দিয়ে তার আইডিতে প্রবেশ করতে পারবেন।

ঘড়ির কাটাতে হয়তো ১ মিনিট; তবে ব্রেইন খাটাতে পারলে এই সময়টুকুই নিজেকে "মাইন্ড হ্যাকার" বানাতে এনাফ!

www.purepdfbook.com

এন্টি-ব্লাকমেইল!

বিশেষত ব্রেকআপ কিংবা কোন সম্পর্কের ইতিকালে অপরপক্ষ হতে "ব্ল্যাকমেইল" এর মতোন বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয় যখন ভিক্টিমের সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কোন পথই খোলা থাকে না।

আপনি যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কারো ব্ল্যাকমেইলের স্বীকার হন তবে সবার আগে দুইটা কর্তব্য হলো:

(১) মোটেই ভয় পাবেন না; কেননা আপনার এই ভয়টাই আপনাকে ভিক্টিম বানিয়ে দিবে।

তবে হ্যা, ব্ল্যাকমেইলার যেন বুঝে আপনি ভয় পাচ্ছেন- এমনটা অভিনয় করুন। কেননা তাহলে ব্ল্যাকমেইলার এই ভয়ের জন্যই অজান্তেই আপনাকে ফ্ল্যাশ করার মধ্যবর্তী কিছু ভাইটাল সময় দিয়ে দিবে।

বিষয়টা আসলে "একটা মানুষ আমাকে ভয় পাচ্ছে" এই আনন্দদায়ক ফিলিংসটা ব্ল্যকমেইলার'কে উপভোগ করতে দিতে হবে; ব্ল্যাকমেইলার যখন এই আনন্দটা উপভোগ করবে সেই ব্লাইন্ড টাইম'টাতেই পেছন হতে এন্টি-ব্ল্যাকমেইলিং এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে মুক্ত করবেন।

(২) দুঃশ্চিন্তা করবেন না; শুধু ব্রেইন খাটিয়ে চিন্তা করুন।

উক্ত ভাইটাল সময়ে আপনি আপনার আপনজন বিশেষত মা/বাবার সহায়তা নিন। হুমম...যদিচ বিষয়টা আপনার ন্যুড ফটোগ্রাফিও হয় তবুও মা/বাবাকে জানান, হয়তো দুই একটা চড় থাপ্পড় দিবে তবে ঠিক তারাই বিপদের সময় আপনার পাশে এসে দাড়াবে [তবে হ্যা আপনার মা/বাবা যদি মোটাবুদ্ধির হয় এবং পুরো বিষয়টা সলভ করার চাইতে গুবলেট করে দিবে এমন আশঙ্কা থাকে কিংবা আপনার অধিকতর বিপদের শঙ্কা থাকে তবে তাদের না জানানোই উত্তম হবে। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সহায়তা নিন]।

www.purepdfbook.com

ব্ল্যাকমেইলারের সাথে অহেতুক রাগ দেখাবেন না, শান্তভাবে তার সবকথা শুনুন এবং একটা কমিটমেন্টে আসার চেষ্টা করুন। ব্ল্যাকমেইলার যদি আপনার কাছে কিছু দাবী করে (যেমন টাকা কিংবা ফিজিক্যাল রিলেশন) তাহলে সরাসরি "না" করবেন না।

আপনি ব্ল্যাকমেইলারের সাথে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন (অবশ্যই ভীত ভীত ভাব নিয়ে কথা বলবেন) যেন সে আপনাকে নিরীহ ভেবেই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়; একইসাথে খুব গোপনে আপনি পুলিশকে জানান এবং তাদের ইনস্ট্রাকশন ফলোআপ করুন।

যদি ব্ল্যাকমেইলার আপনার অপরিচিত হয় এবং ননটেকি হয় তাহলে তাকে IP Logger হতে তার আইপি ট্রাক করুন [বিভিন্ন আইপি লগার সিস্টেম আছে; তাতে একটা ইমেইজ বা ফটোতে ক্লিক করলেও তাহার আইপি রিড করা সম্ভব। যেমন https://grabify.link ; https://webresolver.nl/tools/iplogger ; https://www.ps3cfw.com ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি Google এ গিয়ে Online Ip Logger লিখে সার্চ দিলেই এমন বহু অনলাইন টুলস পেয়ে যাবেন, সেখান হতে আপনার সুইটেবল সাইট'টি বেছে নিন]। যদি ব্ল্যাকমেইলার কোন নির্দিষ্ট ওয়াইফাই ইউস করে তবে তার আইপি এড্রেস হতে লোকেশন https://www.https://www.ip2location.com .com ; https://ipaddressguide.com/ip2location ; https://www.iplocation.net https:/iplocation.comটুলস ব্যবহার করে জানতে পারবেন।

আবার আপনি চাইলে ব্ল্যাকমেইলারকে সাইকোলজিক্যালি ম্যানুপিউলেট করে আপনার ফেসবুক আইডির পাসওয়ার্ড দিয়ে দিতে পারেন; তাতে সে যদি লগিন করে তবে আপনি অনায়েসেই আপনার একাউন্টের লগিন ইনফো হতে তাহার আইপি এড্রেস এবং কার্যত লোকেশন পেয়ে যাবেন।

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ডাটা ব্যবহারকারীর আইপি এড্রেস হতে সাধারণত সঠিকতর লোকেশন পাওয়া যায়না এটা সত্য; তবে উক্ত আইপি এড্রেস হতে সার্ভিস প্রোভাইডার চাইলে পুলিশের অনুমতিক্রমে সহজেই ব্ল্যাকমেইলারের লোকেশন এবং যাবতীয় ইনফো পেয়ে যাবেন ; এমনকি তার ব্যবহার করা নাম্বারটি হতে টুজি পিং দ্বারা কারেন্ট টাওয়ার লোকেশন কিংবা ব্যবহারকারীর মোবাইলের আইএমইআই

www.purepdfbook.com

ডাটা পাওয়া সম্ভবপর যাতে সে যদি নতুন কোন সীমকার্ডও মোবাইলে ইনসার্ট করে তাহলেও তাকে ট্রাক করা সম্ভবপর হয়।

সুতরাং পরিচিতি হউক কিংবা অপরিচিত হউক; কেউ যদি আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করে তবে মুখ অন্ধকার করে বসে থাকার চেয়ে ব্রেইনের বাত্তি জ্বালানোই অধিকতর উত্তম পন্থা।

www.purepdfbook.com

হিট অফ হেইট

জগতের একটা চিরায়ত নিয়ম হলো "আপনি যদি কাউকে আঘাত করেন তবে সেই ব্যক্তিটিও আপনাকে প্রতিঘাত করবে" তবে এমন কি কোন উপায় আছে যেখানে আপনি কাউকে আঘাত করবেন আর সেই ব্যক্তিটি মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হবে??!!

হুমম আছে...সেটা হলো ইগনোর (এড়িয়ে চলা) / হেইট (ঘৃণা করা)।

মনে করুন কেউ আপনাকে প্রচন্ড ভালোবাসে, আর আপনি তাকে কঠিন একটি আঘাত দিতে চাচ্ছেন; তাহলে হঠাৎ করে হার্ডলি তাকে এড়িয়ে চলুন....এতে সে মনে মনে দিন রাতের সজাগ সবটা সময়ই একটা শূন্যতার হাহাকার অনুভব করবে এবং মানসিকভাবে আঘাত পাবে।

সে যদি আপনাকে প্রশ্ন করে "তুমি আমার সাথে এমন কেন করছো?" তবে সেই প্রশ্নটিও এড়িয়ে যান যাতে সে আরও কিছুটা আঘাত পায়।

আপনি তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিন এবং আচার আচরণে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে আপনি তাকে ঘৃণা করেন; যদিচ এটা একটা সাধারণ সাইকোলজিক্যাল ট্যাকটিস তবুও এই বিষয়টা একটা মানুষকে এতোটাই হার্ট করতে পারে যে তাতে সেন্সিটিভ মাইন্ডের মানুষটি কোন দূর্ঘটনা এমনকি সুইসাইড এটেম্পট করতে পারে।

সাইলেন্ট কিলিং!!!

সাইলেন্ট কিলিং বা "নীরব হত্যা" হলো সেই নৃশংস মৃত্যু যেখানে হত্যাকারী নিজে পর্দার পেছনে লুকিয়ে থাকে; এমনকি যাকে হত্যা করা হচ্ছে সেই ভিক্টিম পর্যন্ত জানতে পারে না যে কে সেই নির্মম ঘাতক?!

নাহ...এখানে আমি কাউকে ফিজিক্যালি খুন করার বলছি না, আমি সাইকোলজিক্যালি ভিক্টিমের মন'কে মর্মাহত করে মেরে ফেলার কথা বলছি!

কারো মনকে এমনি নীরবে মার্ডার করতে আপনাকে ভিক্টিমের দুইটা জিনিস খুজে বের করতে হবে:

(১) ভিক্টিমের জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম জিনিস কোনটি?

(২) ভিক্টিমের সিক্রেট দূর্বল স্থান কোনটি?

আপনি যদি কারো দূর্বল স্থান খুজে পান তাহলে আপনি তাকে অনায়েসেই কাবু করতে পারেন।

যেমন মনে করুন আপনি আপনার প্রতিবেশী করিমের জীবনের একটি গোপন সত্য জানেন যে তিনি পূর্ব বিবাহিত, কিন্তু করিমের বর্তমান পরিবারের স্ত্রী-সন্তান কিংবা অফিসের কলিগেরা কেউই এই গোপন সত্যটা জানে না।

এখন আপনি যদি করিমকে নীরবে এমনই নির্মম আঘাত দিতে চান তাহলে এনোনিমাসলি সেই গোপন সত্যটা সবার সামনে রং চং মিশিয়ে ফাঁস করে দিন (বর্তমান টেলিকমিউনিকেশনের সময়ে কাজটা খুব একটা কঠিন নয়); তাহলেই সবার চোখের আড়ালে করিমের মনের মৃত্যুটা আপনি উপভোগ করতে পারবেন।

আবার মনে করুন কাশেমের জীবনের সবচেয়ে আদর আর ভালোবাসার জিনিসটি হলো তার ছেলে "সবুজ" যাকে সে পরম-মমতায় মানুষের মতোন মানুষ করে তৈরী করতে চাইছে।

www.purepdfbook.com

এখন আপনি যদি কাশেমের মনের অপমৃত্যু ঘটাতে চান তাহলে তার ছেলেকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিন, আমি সবুজকে খুন করার কথা বলছি না; আমি সবুজকে নিয়ে কাশের স্বপ্নকে খুন করার কথা বলছি!

আপনি সবুজের নিকটতম বন্ধুদের দ্বারা তাকে ধীরে ধীরে খারাপ পথে পরিচালিত করুন এবং পিতার অবাধ্য হতে প্ররোচিত করুন....তাহলেই কাশেমের মনের সাইলেন্ট মার্ডার'টা এমনিই হয়ে যাবে।

এভাবে আপনি চাইলেই যে কারোর মনের সাইলেন্ট কিলিং এর মতোন নির্মম কাজটা সহজেই করতে পারবেন।

(উপরের লেখাগুলি পড়তে হয়তো আপনার খুব খারাপ লেগছে; তবে সত্যটা হলো আমি আপনাদের মাইন্ড হ্যাকিং শেখাচ্ছি তাই কিছুটা নির্মম হলেও সাইকোলজির নিখাদ সত্যটাই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র)।

আমি কাউকে উপদেশ দিবো না শুধু অনুরোধ করবো "আপনি যদি কাউকে আঘাত দেন তাহলে সৃষ্টিকর্তাও আপনাকে অনুরূপ প্রতিঘাত ফিরিয়ে দিবেন;সুতরাং কাউকে কষ্ট দেবার অন্তত দ্বিতীয়বার ভাবুন"।

www.purepdfbook.com

এনড্রোয়েড ডেসট্রয়ার!

মনে করুন আপনার এক্স বয়ফ্রেন্ডের নিকট আপনার কিছু সেন্সিটিভ ফটো আছে যা দিয়ে সে আপনার ক্ষতি করার হুমকি দিচ্ছে তথা ব্লাকমেইল করছে।

কেমন হয় যদি তার মোবাইলে থাকা সমস্ত ডাটাগুলি অটোমেটিক ডিলেট হয়ে যায়?

কিন্তু ডিলেট করতে হলে তো ঐ ফোনটা হাতে পাওয়া লাগবে তাইনা?

তাহলে উপায়?!

এইখানেই মাইন্ড হ্যাকিংটা কাজে লাগান...আপনার ঐ এক্স বয়ফ্রেন্ডের খুব কাছের কোন বন্ধু বা রুমমেটের সহায়তা নিন এবং তাকে এভাবে কনভিন্স করুন "ভাইয়া আপনার ঐ বান্ধুটা আমার কিছু ফটো নিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে, দয়া করে আমাকে হেল্প করেন প্লিজ ভাইয়া। আপনি শুধু elite.apk এপ্সটা তার মোবাইলে কোনভাবে ইনস্টল করে দিন, তাতে সবকিছু অটোমেটিক ডিলেট হবে, প্লিজ ভাইয়া আপনার বোনের জন্য দয়া করে এইটুকু হেল্প করেন"।

elite হলো একটি এনড্রোয়েড ভাইরাস, যা একবার ফোনে ইনস্টল হতে যাবতীয় সবকিছু অটোমেটিক ডিলেট হয়ে যাবে।

এটি শেয়ারইট কিংবা ব্লুটুথের মাধ্যমে ভিক্টিমের ফোনে পাঠিয়ে পারমিশন দিয়ে ইনস্টল করতে পারলেই কাজ শেষ; তার ফোনের যাবতীয় ডাটা ডিলিট হওয়ার পাশাপাশি সকল ইনস্টলড এপ্স যেমন গায়েব হয়ে যাবে তেমনি মোবাইলের ব্যালেন্সও কন্টিনুয়াস সকল কন্টাক্টে এসএমএস পাঠিয়ে শূন্য করে ছাড়াবে।

মোদ্দকথা সাম্যকভাবে এনড্রোয়েডটি এক প্রকার ডেসট্রয় হয়ে যাবে।

www.purepdfbook.com

[এছাড়াও আপনি চাইলে apk editor দিয়ে এপ্সটির নাম ও আইকন পাল্টিয়ে ফেলতে পারেন যাতে ভিক্টিম সন্দেহ না করে কিংবা এপ্সটি নিজে ইনস্টল করতে প্রলুব্ধ হয়]।

মনে রাখুন এখানে elite.apk টি এনড্রোয়েডে হ্যাকিং এর কাজ করলেও আপনার ব্রেইন দিয়ে ভিক্টিম/ভিক্টিমের কাছের কাউকে কনভিন্স করতে পারায় হলো আসল মাইন্ড হ্যাকিং।

elite virus source → https://github.com/harshalbenake/Android-Elite-Virus

one click download→ https://github.com/harshalbenake/Android-Elite-Virus/raw/master/Elite.apk

www.purepdfbook.com

উপসংহার

মাইন্ড হ্যাকার বইটি শুধুমাত্র আপনাদের শিক্ষা ও সচেতনতার জন্যই লেখা হয়েছে; অনুগ্রহ করে বইটির সকল তথ্য এবং টিউটোরিয়াল ইথিক্যাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন।

বইটিতে লেখা বিষয়বস্তু যদি খারাপ কাজে ব্যবহার ব্যবহার করেন তবে লেখক দায়ী হবেনা।

মাইন্ড হ্যাকার হলেন সেই মানুষটি যিনি মুখোশের আড়ালে নিজের ব্রেইন দিয়ে অন্যের মন জয় করেন। কারো মনে কষ্ট দিয়ে কখনো আপনি বিজয়ী হতে পারবেন না, অন্যের ঠোটে হাসি ফুটিয়েই আপনি বরং বিশ্বজয় করতে পারেন।

বইটিতে এমন অনেক তথ্য উহ্য রাখা হয়েছে যেগুলি ব্যবহার করে অন্যরা খারাপ কাজ করতে পারেন, ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে ঐসব যাবতীয় সিক্রেট তথ্য নিয়ে Devil নামে আরেকটি সিক্রেট পিডিএফ লেখা হবে।

ধন্যবাদান্তে

- নিশান আহম্মেদ নিয়ন

www.purepdfbook.com